FEB
তারিখ ১২-৬-FEB-2013 পৃষ্ঠা ১ কলাম ২
যায়যায়দিন

বন্ধ হয়নি কোচিং বাণিজ্য

ঢাকার নামিদামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একশ্রেণীর শিক্ষক বেপরোয়া

এম মামুন হোসেন

বন্ধ হয়নি কোচিং বাণিজ্য। কোচিং বন্ধে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের হুঁশিয়ারি আর মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত নীতিমালায় কিছুদিন দরজা বন্ধ থাকলেও ফের শুরু হয়েছে শিক্ষকদের এ বাণিজ্য। নতুন বছরে রাজধানীসহ সারাদেশে আবার দেখা গেছে কোচিংয়ের সেই পুরনো চিত্র। বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং ফের সরগরম হয়ে উঠেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তহীনতায় ফের কোচিং বাণিজ্য চালু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

গত বছর সরকারি-বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসার কোনো শিক্ষক তার নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে কোচিং করাতে বা প্রাইভেট পড়াতে পারবেন না বলে নীতিমালা জারি করে সরকার। ওই নীতিমালায় বলা হয়, শিক্ষকরা বাণিজ্যিক কোচিং সেন্টারেও পড়াতে পারবেন না। অন্য প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ১০ শিক্ষার্থীকে নিজ বাসায় পড়াতে পারবেন। সরকার-নির্ধারিত টাকার বিনিময়ে প্রতিষ্ঠানের ভেতরেই পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত ক্লাস করানো যাবে। দেখা গেছে, কাজীর গরু কেতাবে আছে কিন্তু গোয়ালে নেই। রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মনিপুর হাইস্কুল, রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল, উত্তরা হাইস্কুল, মাইলস্টোন স্কুল, মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল সরকারি বয়েজ স্কুল, মতিঝিল সরকারি গার্লস স্কুল, কামরুন্নেসা সরকারি গার্লস স্কুল, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, ধানমণ্ডি গভর্নমেন্ট বয়েজ হাইস্কুল, যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল স্কুল, সেন্ট গ্রেগরি হাইস্কুল, সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স হাইস্কুল, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোচিংবাজ শিক্ষকরা ফের বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। ভিকারুননিসা স্কুল অ্যান্ড কলেজকে কেন্দ্র করে সিদ্ধেশ্বরী এলাকা ও এর আশপাশে ফ্ল্যাট ভাড়া করে বহু শিক্ষক কোচিং সেন্টার চালান। মনিপুর হাইস্কুলের মূল ক্যাম্পাস এবং

বাণিজ্য : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

বাণিজ্য : কোচিং

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শাখাগুলোর আশপাশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য কোচিং সেন্টার। এসব কোচিংয়ের কোনোটির মালিকানা শিক্ষকদের সরাসরি, আবার কিছু রয়েছে পরোক্ষভাবে তাদের স্ত্রী, ভাই, শ্যালকসহ নিকটাত্মীয়দের। মতিঝিল, বাসাবো, মুগদা, ফার্মগেট, ইন্দিরা রোড, পুরনো ঢাকার লক্ষ্মীবাজার, নারিন্দা এলাকায় ভাড়া করা ফ্ল্যাটে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের গড়া কোচিং সেন্টারের জন্য এলাকাগুলো বিখ্যাত। নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তকমা লাগিয়ে গলাকাটা ফি নিয়ে কোচিং করাচ্ছেন শিক্ষকরা। প্রতিমাসে মাত্র আটটি ক্লাস। বাংলা বিষয়সহ যেসব বিষয়ে কেবল বাসায় অধ্যয়ন করলেই ভালো ফলাফল করা সম্ভব সেসব বিষয়েও কোচিং করছে শিক্ষার্থীরা। অভিভাবকরাও সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিন্তায় ছুটছেন এক কোচিং থেকে অন্যেক কোচিংয়ে। কখনো বাংলার স্যারের কাছে, কখনো ইংরেজি কিংবা কখনো বা ধর্ম শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষকের কোচিংয়ে।

কোচিং দৌরাত্ম্যে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা কোচিংবাজ শিক্ষকদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছেন। গত বছর সেভ দ্য চিলড্রেন অস্ট্রেলিয়ার সহায়তায় পরিচালিত শিশু সংগঠন চাইল্ড পার্লামেন্টের জরিপে দেখা যায়, ৮২ শতাংশ ছাত্রছাত্রী গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ে বা কোচিংয়ে অংশ নেয়। জরিপে মন্তব্য করা হয়, বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় গুণগত শিক্ষা দিতে পারছে না। ফলে শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফলের জন্য গৃহশিক্ষক বা কোচিংয়ের শরণাপন্ন হচ্ছে। কোচিং পরিবারের ওপর বাড়তি আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছে এবং এ ব্যয় নির্বাহে অভিভাবকরা হিমশিম খাচ্ছেন।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী যায়যায়দিনকে বলেন, প্রাথমিক স্তরে লেখাপড়া একটি মানে পৌঁছলেও মাধ্যমিক স্তরে এসে লেখাপড়ায় কোচিং প্রাধান্য পায়। যে যত খরচ করতে পারে তার বাচ্চার ফলাফল তত ভালো হচ্ছে। এখানে গণতমন প্রবৃদ্ধি হয়ে পড়ে। এখানে বৈষম্য হয়ে যায়। তিনি বলেন, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় অভিভাবকদের লেখাপড়ার একটি বড় অংশ খরচ করতে হচ্ছে তার সন্তানদের কোচিং ফি মেটাতেই। তিনি বলেন, শিক্ষকদের স্বল্প বেতন কোচিং বাণিজ্য টিকিয়ে রাখছে। বর্তমান সরকার শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করেছে। তবে শিক্ষকদের আলাদা বেতন কাঠামো দ্রুত কার্যকর করা প্রয়োজন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বন্ধ নীতিমালা-২০১২' নামে অভিহিত নীতিমালা না মানলে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে জড়িত শিক্ষকের বেতনের সরকারি অংশ (এমপিও) বাতিল বা স্থগিত করা হবে বলে উল্লেখ রয়েছে। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি ও পাঠদানের অনুমতি বাতিল করা হবে। অন্যদিকে নীতিমালা লঙ্ঘন করলে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে অসদাচরণের দায়ে সরকারের শৃঙ্খলা ও আপিল বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্র: ও অর্থ/উন্নয়ন/কলেজ/কারিগরি ও মাদ্রাসা/বিশ্ববিদ্যালয়), মাউশি ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ সব শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে পাঠানো হয়। নীতিমালা মানা হচ্ছে কি না, তা দেখার জন্য বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আলাদা তদারক কমিটি থাকার কথা বলা হয়েছে। এরমধ্যে বিভাগীয় শহরে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), জেলায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) ও উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) নেতৃত্বে তদারক কমিটি কাজ করবে। এসব কমিটিতে জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি, সরকারি ও বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষ, বেসরকারি মাদ্রাসার অধ্যক্ষ বা সুপার, সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের প্রধান, মনোনীত অভিভাবক প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। যায়যায়দিনের বিভিন্ন জেলা ও বিভাগের প্রতিনিধি জানিয়েছেন, কোচিং বাণিজ্য বন্ধে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে কোনো কমিটি এ পর্যন্ত গঠন করা হয়নি।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত ক্লাস

নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদান কার্যক্রম চলাকালীন শ্রেণী সময়ের মধ্যে কোনো শিক্ষক কোচিং করাতে পারবেন না। তবে অগ্রসর শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের আগে বা পরে শুধু অভিভাবকদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠান প্রধান অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে প্রতি বিষয়ে মেট্রোপলিটন শহরে মাসিক ৩০০ টাকা, জেলা শহরে ২০০ টাকা এবং উপজেলা বা স্থানীয় পর্যায়ে ১৫০ টাকা করে রসিদের মাধ্যমে নেয়া যাবে। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান স্ববিবেচনায় এ হার কমাতে বা মওকুফ করতে পারবেন। একটি বিষয়ে মাসে সর্বনিম্ন ১২টি ক্লাস হতে হবে এবং এক্ষেত্রে প্রতিটি ক্লাসে সর্বোচ্চ ৪০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারবে। এই টাকা প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিয়ন্ত্রণে একটি আলাদা তহবিলে জমা থাকবে। প্রতিষ্ঠানের পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও সহায়ক কর্মচারীর ব্যয় বাবদ ১০ শতাংশ টাকা কেটে রেখে বাকি টাকা অতিরিক্ত ক্লাসে নিয়োজিত শিক্ষকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। কোনোক্রমেই এই টাকা অন্য খাতে ব্যয় করা যাবে না।

কোনো শিক্ষক তার নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে কোচিং করাতে পারবেন না। নীতিমালা অনুযায়ী অন্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে নিজ বাসায় পড়ানোর জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমতি লাগবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে লিখিতভাবে ছাত্র-ছাত্রীর তালিকা, রোল ও শ্রেণী উল্লেখসহ জানাতে হবে। নীতিমালা না মানলে শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এমপিওভুক্ত শিক্ষক কোচিং বাণিজ্যে জড়িত থাকলে তার এমপিও স্থগিত বা বাতিল, বেতন ভাতাদি স্থগিত, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত, বেতন এক ধাপ অবনমিতকরণ, সাময়িক বরখাস্ত, চূড়ান্ত বরখাস্ত ইত্যাদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এমপিওবিহীন কোনো শিক্ষক কোচিং বাণিজ্যে জড়িত থাকলে তার প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত বেতন ভাতাদি স্থগিত, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত, বেতন এক ধাপ অবনমিতকরণ, সাময়িক বরখাস্ত, চূড়ান্ত বরখাস্ত ইত্যাদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। এমপিওবিহীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষক কোচিং বাণিজ্যে জড়িত থাকলে তার বেতন ভাতাদি স্থগিত, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত, বেতন এক ধাপ অবনমিতকরণ, সাময়িক বরখাস্ত, চূড়ান্ত বরখাস্ত ইত্যাদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবীর দুলু অভিযোগ করেন কোচিং বাণিজ্য বন্ধে সরকারের সদিচ্ছা নেই। তিনি বলেন, ওয়েবসাইটে কোচিং বন্ধে নীতিমালা জারি করেই দায় এড়িয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কোচিং বন্ধে মনিটরিংয়ের জন্য জেলা, উপজেলা ও বিভাগ পর্যায়ে যে কমিটি থাকার কথা বলা হয়েছে তা কোথাও নেই। তিনি বলেন, শিক্ষামন্ত্রীকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে কোচিংবাজ শিক্ষকরা কোচিং বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি প্রজ্ঞাপন জারি করে কোচিং বন্ধের দাবি জানান।